Bangladesh

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, সিলেট
shilpakala.sylhet.gov.bd

নম্বর : ৪৩.২০.৯১০০.০০১.১৬.০০১.২০.৯৬

তারিখ : ১৭ আষাঢ় ১৪২৮ / ০১ জুলাই ২০২১

সম্পাদিত কার্যক্রমের প্রতিবেদন : জুন ২০২১

০১। **২০২১ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম :** শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রণীত নীতিমালা ও পাঠ্যক্রম অনুযায়ী জেলা শিল্পকলা একাডেমির ২০২১ শিক্ষাবর্ষে শিশু বিভাগের আওতাধীন সংগীত, নৃত্য ও চারুকলা এবং সাধারণ বিভাগের আওতাধীন সংগীত, নৃত্য, চারুকলা, আবৃত্তি, নাটক ও তবলা বিষয়ে ভর্তির আবেদন আহ্বানপূর্বক আসন খালি থাকা সাপেক্ষে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

০২। **বর্ষাবরণ অনুষ্ঠান আয়োজন :** ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠান বর্ষাবরণের মধ্য দিয়ে আষাঢ়কে স্বাগত জানানো হয়। ১লা আষাঢ় (১৫ জুন) বিকাল ৪:৩০টায় একাডেমির চিত্রশালা গ্যালারিতে করোনা পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রেখে দর্শকবিহীন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে অনুষ্ঠানটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারিত হওয়ায় ঘরে বসেই দর্শকরা এটি উপভোগ করতে পেরেছেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জেলা কালচারাল অফিসার জনাব অসিত বরণ দাশ গুপ্ত। আবৃত্তিশিল্পী নাফিসা তানজীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বর্ষাকে নিয়ে রচিত সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন সুমাইয়া ইসলাম, তাসনোভা জহির তাম্মি, প্রীতম সূত্রধর, অর্পিতা তালুকদার, দৃষ্টি চক্রবর্তী ও মনোরমা দাস।

০৩। **ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস ২০২১ উদযাপন :** বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা অনন্য। করোনা পরিস্থিতি ও সরকারি কঠোর বিধি-নিষেধের কারণে নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা সম্ভব না হলেও ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষ্যে ১৬ জুন বিকাল ৫টায় একাডেমির চিত্রশালা গ্যালারিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জেলা কালচারাল অফিসার জনাব অসিত বরণ দাশ গুপ্ত। আবৃত্তিশিল্পী শাহী তাসনোভা ফাইরুজের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন অনুপমা বণিক, লৈনৌ লৈনুংশি, অবিনাশ সিংহ ও সুস্মিতা তালুকদার প্রমুখ।

০৪। **বিশ্ব নৃত্য দিবস ২০২১ উদযাপন :** 'আমার নুপুরের ধ্বনি, ছড়াক মানবতার বাণী' এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে জেলা শিল্পকলা একাডেমি সিলেট কর্তৃক এবারের বিশ্ব নৃত্য দিবসটি উদযাপন করা হয়। করোনা পরিস্থিতি ও সরকারি কঠোর বিধি-নিষেধের কারণে নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা সম্ভব না হলেও বিশ্ব নৃত্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে ১৭ জুন বিকাল ৫টায় একাডেমির চিত্রশালা গ্যালারিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আয়োজন করা হয় নৃত্যানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জেলা কালচারাল অফিসার জনাব অসিত বরণ দাশ গুপ্ত। অনুষ্ঠানে জেলা শিল্পকলা একাডেমির নৃত্য দলের পাশাপাশি একক নৃত্য পরিবেশন করেন উপাসনা চৌধুরী; সারাফ ওয়ামিয়া রহমান ও নিঝুম রায় প্রমুখ।

০৫। **রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উদযাপন :** বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য দিকপাল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। করোনা পরিস্থিতি ও সরকারি কঠোর বিধি-নিষেধের কারণে নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা সম্ভব না হলেও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ২০ জুন বিকাল ৫টায় একাডেমির চিত্রশালা গ্যালারিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কবির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনস্বরূপ আয়োজন করা হয় 'কবি প্রণাম' অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জেলা কালচারাল অফিসার জনাব অসিত বরণ দাশ গুপ্ত। আবৃত্তিশিল্পী ফাহিমা আলভী রহমান রিফার সঞ্চালনায় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সৃষ্টিকর্ম নিয়ে সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন মাইবম আইরিন লৈনা, সোলেমান আজাদ, অন্বেষা ভট্টাচার্য্য ও অনুপমা বণিক প্রমুখ।

০৬। **বিশ্ব সংগীত দিবস ২০২১ উদযাপন :** 'শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে ২১ জুন বিকাল ৫টায় একাডেমির চিত্রশালা গ্যালারিতে বিশ্ব সংগীত দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হয় সংগীতানুষ্ঠান। সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালন ও করোনা পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রেখে দর্শকবিহীন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে অনুষ্ঠানটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারিত হওয়ায় ঘরে বসেই দর্শকরা এটি উপভোগ করতে পেরেছেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জেলা কালচারাল অফিসার জনাব অসিত বরণ দাশ গুপ্ত। আবৃত্তিশিল্পী নাফিসা তানজীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন প্রিয়াংকা দাস, ঈশিতা দাস, তাসনোভা জহির তাম্মি, জয়শ্রী দাস, পল্লবী দাস, অর্পিতা তালুকদার, প্রীতম সূত্রধর, সারদা দেবী ও শেখ মিকাইল উদ্দিন প্রমুখ।

০৭। **নজরুল জন্মবার্ষিকী উদযাপন :** বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য দিকপাল জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। করোনা পরিস্থিতি ও সরকারি কঠোর বিধি-নিষেধের কারণে নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা সম্ভব না হলেও বিদ্রোহী, প্রেম, সাম্য ও মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২২তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ২২ জুন বিকাল ৫টায় একাডেমির চিত্রশালা গ্যালারিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কবির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনস্বরূপ আয়োজন করা হয় 'অঞ্জলি লোহ মোর সংগীতে' শীর্ষক অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জেলা কালচারাল অফিসার জনাব অসিত বরণ দাশ গুপ্ত। আবৃত্তিশিল্পী মাসুদ পারভেজের সঞ্চালনায় কাজী নজরুলের বিভিন্ন সৃষ্টিকর্ম নিয়ে সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন পর্ণা সূত্রধর, মিথিলা চৌধুরী শৈলী ও অনুসূয়া আচার্য্য রাখী প্রমুখ।

[চলমান পাতা -২]

০৮। **একাডেমির প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন :** 'শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে ২৩ জুন বিকাল ৫টায় একাডেমি মিলনায়তনে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত বিভিন্ন বিভাগের কৃতি শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজন করা হয় বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালন ও করোনা পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রেখে দর্শকবিহীন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে অনুষ্ঠানটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারিত হওয়ায় ঘরে বসেই দর্শকরা এটি উপভোগ করতে পেরেছেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জেলা কালচারাল অফিসার জনাব অসিত বরণ দাশ গুপ্ত। আবৃত্তিশিল্পী নাফিসা তানজীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন মানবিকা দাস মেঘা, অর্থিকা দে, অন্বেষা ভট্টাচার্য্য, অনুপমা বণিক, প্রিয়াংকা রাণী দাস, দৃষ্টি চক্রবর্ত্তী, পল্লবী দাস, মনোরমা দাস ও মাহমুদুল হাসান হিমেল প্রমুখ।

০৯। **শিশুদের নিয়ে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন :** 'শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে ২৪ জুন বিকাল ৫টায় একাডেমি মিলনায়তনে সিলেটের কৃতি শিশুশিল্পীদের নিয়ে আয়োজন করা হয় বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালন ও করোনা পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রেখে দর্শকবিহীন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে অনুষ্ঠানটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারিত হওয়ায় ঘরে বসেই দর্শকরা এটি উপভোগ করতে পেরেছেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জেলা কালচারাল অফিসার জনাব অসিত বরণ দাশ গুপ্ত। আবৃত্তিশিল্পী শাহী তাসনোভা ফাইরুজের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন আঁচল রায় সানজানা, নিঝুম রায় সুইটি, মনোরমা দাস ধৃতি, ঋষিকা সরকার রাশি, জাওয়াতা আফনান রোজা, সুনন্দা তালুকদার শ্রেয়া, স্নেহা দাস, অহনা দাশ পূজা, অর্থিকা দে ও মানবিকা দাস মেঘা প্রমুখ।

১০। **জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনলাইনে ৬টি বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন :** বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নির্দেশিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৬টি বিশেষ কর্মসূচি এই করোনার বিশেষ পরিস্থিতিতে অনলাইনে বাস্তবায়ন করা হয়। ২৪ জুন সকাল ১১টায় 'Art Against Corona', এবং রাত ৮:৩০টায় 'মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংস্কৃতি' শীর্ষক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান দুটিতে আলোচক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় ছিলেন যথাক্রমে সম্মিলিত নাট্য পরিষদের সভাপতি মিশফাক আহমেদ চৌধুরী, প্রিয়াংকা রাণী দাস, শ্রাবন্তী ধর ও মনোরমা দাস ধৃতি এবং সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শামীমা চৌধুরী, শান্তনু সেন, পল্লবী দাস মৌ ও ঈশিতা দাশ। ২৬ জুন সকাল ১১টায় 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবো' এবং রাত ৮:৩০টায় 'সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে শিল্প' শীর্ষক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান দুটিতে আলোচক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় ছিলেন যথাক্রমে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সিলেট মহানগর ইউনিটের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা ভবতোষ রায় বর্মণ, হিল্লোল শর্ম্মা, সুমাইয়া ইসলাম শোভা ও নিঝুম রায় সুইটি এবং সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার নির্মলেন্দু চক্রবর্ত্তী, রবিউল আওয়াল রবি, অনামিকা দাস ও নাফিসা তানজিন। ২৮ জুন সকাল ১১টায় 'সোনার মানুষ চাই' এবং রাত ৮:৩০টায় '২০৪১ : বাংলাদেশ হবে নান্দনিক' শীর্ষক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান দুটিতে আলোচক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় ছিলেন যথাক্রমে মদনমোহন কলেজ সিলেটের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ, আশরাফুল ইসলাম অনি, অর্ণিষা দাশ পর্ণা ও দৃষ্টি চক্রবর্ত্তী এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. শরদিন্দু ভট্টাচার্য্য, অভিবাঁধন দাস ও শ্রুতি ঘোষ। ভার্চুয়ালি আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ সঞ্চালনা করেন জেলা কালচারাল অফিসার অসিত বরণ দাশ গুপ্ত।

১১। **জাতীয় সংগীত ও বাংলা সংগীত-সংস্কৃতি শিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন :** 'সবার জন্য সংগীত, সবার জন্য সংস্কৃতি' এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ২৮ জুন দিনব্যাপী জাতীয় সংগীত ও বাংলা সংগীত-সংস্কৃতি শিক্ষণ বিষয়ক অনলাইন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ও প্রশিক্ষক পূর্ণিমা দত্ত রায় ও প্রতীক এন্দ। কর্মশালার শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জেলা কালচারাল অফিসার জনাব অসিত বরণ দাশ গুপ্ত। কর্মশালায় সফলভাবে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১টি করে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

১২। **৩ দিনব্যাপী চলচ্চিত্র নির্মাণ ও অভিনয় বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন :** শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয়ে ২৫ থেকে ২৭ জুন ৩ দিনব্যাপী চলচ্চিত্র নির্মাণ ও অভিনয় বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট তথ্যচিত্র নির্মাতা ও সাংস্কৃতিক সংগঠক জনাব নিরঞ্জন দে এবং জেলা কালচারাল অফিসার জনাব অসিত বরণ দাশ গুপ্ত। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ২০জন শিশু, কিশোর ও তরুণ শিল্প বন্ধুদের নিয়ে কর্মশালাটির আয়োজন করা হয়। ৩০ জুন বিকাল ৫:১৫ মিনিটে একাডেমির চিত্রশালা গ্যালারিতে ৩দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ৩টি গ্রুপের ৩টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয় এবং ১টি গ্রুপকে সেরা হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও কর্মশালায় সফলভাবে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১টি করে সনদপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা কালচারাল অফিসার অসিত বরণ দাশ গুপ্তের সভাপতিত্বে ও আবৃত্তিশিল্পী নাফিসা তানজীনের সঞ্চালনায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সিলেট মহানগর ইউনিটের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা ভবতোষ রায় বর্মণ, বিশিষ্ট তথ্যচিত্র নির্মাতা ও সাংস্কৃতিক সংগঠক নিরঞ্জন দে, কবি ও সাহিত্যের ছোটকাগজ অগ্নিশিখার সম্পাদক সুমন বনিক এবং বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ও প্রশিক্ষক পূর্ণিমা দত্ত রায়।

[চলমান পাতা -৩]

১৩। **লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনা ও মোড়ক উন্মোচন :** বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি দেশে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে প্রদর্শনী আয়োজনসহ গুরুত্বপূর্ণ লিটল ম্যাগাজিনকে সম্মাননা জানানোর উদ্যোগ গ্রহণের প্রেক্ষিতে জেলা শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে সিলেট জেলার বিশিষ্ট কবি, লেখক, গবেষক, শিশু-কিশোর, নারী ও প্রবীণসহ সকল পর্যায়ের লেখকগণের মানসম্পন্ন লেখা নিয়ে লিটল ম্যাগাজিন 'সুরমাকপোত'-এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। ৩০ জুন বিকাল ৫টায় একাডেমির চিত্রশালা গ্যালারিতে এ উপলক্ষ্যে একটি মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা কালচারাল অফিসার অসিত বরণ দাশ গুপ্তের সভাপতিত্বে ও আবৃত্তিশিল্পী নাফিসা তানজীনের সঞ্চালনায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সিলেট মহানগর ইউনিটের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা ভবতোষ রায় বর্মণ, বিশিষ্ট তথ্যচিত্র নির্মাতা ও সাংস্কৃতিক সংগঠক নিরঞ্জন দে, কবি ও সাহিত্যের ছোটকাগজ অগ্নিশিখার সম্পাদক সুমন বনিক এবং বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ও প্রশিক্ষক পূর্ণিমা দত্ত রায়।

১৪। **জেলা শিল্পকলা সম্মাননা ২০১৯ ও ২০২০ :** শিল্প-সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য সিলেটের ১০ গুণিজনকে নীতিমালা অনুযায়ী গঠিত বাছাই কমিটি কর্তৃক জেলা শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননার জন্য মনোনীত করা হয়েছে। জেলা শিল্পকলা একাডেমি সিলেট কর্তৃক ২০১৩ সাল থেকে প্রতি বছর এই সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। করোনা মহামারির কারণে ২০১৯ সালে সম্মাননা দেয়া সম্ভব হয়নি। এবার তাই ২০১৯ এবং ২০২০ এই দুইবছরের সম্মাননা একসঙ্গে দেয়া হবে। ২০১৯ সালের জন্য চূড়ান্ত মনোনীত ৫ গুণিজন হচ্ছেন কণ্ঠসংগীতে আমিরুন্নেছা খাতুন, নাট্যকলায় অরিন্দম দত্ত চন্দন, চলচ্চিত্রে নিরঞ্জন দে, সৃজনশীল সংস্কৃতি গবেষক ক্যাটাগরিতে জফির সেতু এবং চারুকলায় সুভাষ চন্দ্র নাথ। ২০২০ সালের জন্য চূড়ান্ত মনোনীত ৫ গুণিজন হচ্ছেন কণ্ঠসংগীতে আকরামুল ইসলাম, যন্ত্রসংগীতে (দোতারা) মো. আকরাম আলী, নাট্যকলায় আফজাল হোসেন অন্টু, লোকসংস্কৃতিতে মোস্তাক আহমাদ দীন এবং সৃজনশীল সংগঠক হিসেবে রজত কান্তি গুপ্ত। ইতোমধ্যে প্রস্তুতি হিসেবে সম্মাননা স্মারক, সনদপত্র, উত্তরীয় ও ব্রুশিয়ার তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩০ জুনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা প্রদানের প্রস্তুতি থাকলেও করোনা মহামারী জনিত সরকারি কঠোর বিধি-নিষেধের কারণে অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভবপর হয়নি তবে অতিশীঘ্রই সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হবে।

১৫। **প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম :** বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রণীত প্রশিক্ষণকেন্দ্র পরিচালন নীতিমালা ও নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের আলোকে সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমির বছরব্যাপী নিয়মিত কার্যক্রম সংগীত, নৃত্য, নাটক, তালবাদ্যযন্ত্র, চারুকলা ও আবৃত্তি বিষয়ে শিশু ও সাধারণ বিভাগের আওতায় শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে ৩০ এপ্রিল ২০২০ থেকে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অনলাইন প্রশিক্ষণ ক্লাস শুরু হয়ে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত হয়। জেলা কালচারাল অফিসার অসিত বরণ দাশ গুপ্তের ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগে দেশের প্রথম সিলেট থেকে এই অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি শুরু হয়। শিশু ও সাধারণ বিভাগের প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে একটি নির্ধারিত ফেসবুক গ্রুপে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রশিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এই সংকটময় মুহূর্তেও প্রণীত সময়সূচি অনুযায়ী বাসা থেকেই কেউ ক্লাস পরিচালনা কিংবা কেউ ক্লাস গ্রহণ করছেন। ২০২১ শিক্ষাবর্ষের প্রশিক্ষণ ক্লাস ১ ফেব্রুয়ারি থেকে অনলাইনে শুরু হয়েছে।

১৬। **লাইব্রেরী সংক্রান্ত কার্যক্রম :** জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে একটি সুসজ্জিত লাইব্রেরি রয়েছে। লাইব্রেরিটিতে বর্তমানে পাঠকদের পড়ার জন্য সর্বমোট ১১৪২টি বই রয়েছে। পাশাপাশি বিক্রির জন্য শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বইও রয়েছে। জেলা শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষণার্থীদের অভিভাবক ছাড়াও এখানকার শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মী এবং শিক্ষার্থীরা নিয়মিত লাইর্রেরিতে বই পড়তে আসেন। শুধুমাত্র বই পড়া কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এর আওতায় নিয়মিত মাসিক পাঠচক্রেরও আয়োজনা করা হয়। করোনা সংকট জনিত কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বর্তমানে সীমিত পরিসরে এই কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে।

সংযুক্ত :
১. ৪৮টি ছবি।

০৮/৭/২০২১

(অসিত বরণ দাশ গুপ্ত)
জেলা কালচারাল অফিসার
সিলেট
ফোন : ০৮২১-৭১৯০৫৮
sylhet@shilpakala.gov.bd

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি : সদয় অবগতির জন্য
১. জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, সিলেট।